ঠাকুর্দ্দা। যতই দিতেন কুলোত না, সেই জন্যে আজ একটি-মাত্র দিয়েছেন। একটির কোনো বালাই নেই।

দ্বিতীয়া। ঠাকুর্দ্দা তুমি দরজা ছেড়ে নড়্‌বে না?

ঠাকুর্দ্দা। হাঁ ভাই, সকলকে এগিয়ে দেব, তা'র পর সব শেষে আমি।

(স্ত্রীলোকদের প্রস্থান)

(নাচের দলের প্রবেশ)

ঠাকুর্দ্দা। আরে, এস এস!

প্রথম। আমাদের নটরাজ তুমি, তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম।

ঠাকুর্দ্দা। আমি দরজার কাছে খাড়া আছি, জানি এই খান দিয়েই সবাইকে যেতে হবে। তোমাদের দেখ্‌লেই পা দুটো ছট্‌ফট্‌ করে। একবার নাচিয়ে দিয়ে যাও!

নৃত্য ও গীত

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
তারি সঙ্গে কি মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ॥
হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দ তালে তালে,
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।

কি আনন্দ, কি আনন্দ, কি আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ,
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ ॥

ঠাকুর্দ্দা। যাও যাও ভাই, তোমরা নেচে বেড়াও গে, নাচিয়ে বেড়াও গে যাও।

(নাচের দলের প্রস্থান)

(নাগরিক দল)

প্রথম। ঠাকুর্দ্দা, আমাদের রাজা নেই একথা দুশোবার বল্‌ব।

ঠাকুর্দ্দা। কেবলমাত্র দুশোবার! এত কঠিন সংযমের দরকার কি—পাঁচশোবার বল না।

দ্বিতীয়। ফাঁকি দিয়ে কতদিন তোমরা মানুষকে ভুলিয়ে রাখ্‌বে!

ঠাকুর্দ্দা। নিজেও ভুলেছি ভাই।

তৃতীয়। আমরা চারদিকে প্রচার করে' বেড়াব আমাদের রাজা নেই।

ঠাকুর্দ্দা। কা'র সঙ্গে ঝগড়া করবে বল? তোমাদের রাজা ত কারো কানে ধরে' বল্‌চেন না আমি আছি। তিনি ত বলেন তোমরাই আছ, তাঁর সবই ত তোমাদেরই জন্যে।

প্রথম। এই ত আমরা রাস্তা দিয়ে চেঁচিয়ে যাচ্চি রাজা